দৈনিক সংবাদ

14

তারিখ ... 20 JUL 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 7 কলাম 3 ... ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান

ময়মনসিংহ শহরে গত দু'তিন বছরে এ ধরনের বহুসংখ্যক কিণ্ডার গার্টেন, প্রি-ক্যাডেট, নার্সারী স্কুল গড়ে উঠেছে। ---সংবাদ

শহরচিত্র : ময়মনসিংহ-১

প্রচুর কে, জি স্কুল গড়ে উঠেছে ॥ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে নজর নেই

॥ মোল্লা জালালউদ্দিন ও জিল্লুর রহমান ॥

দু'টি সিনেমা হল, তিনটি চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট, ছয়-সাতটি বিপণি বিতান (মার্কেট), ভিডিও লাইব্রেরী আর পনরো-ষোলটি কিণ্ডার গার্টেন কিংবা প্রি-ক্যাডেট স্কুল প্রতিষ্ঠার নাম যদি উন্নয়ন হয়, তাহলে, বলতে হবে ময়মনসিংহ শহরের 'খুব উন্নতি' হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের 'উন্নয়ন উন্নতিতে অধিকাংশ শহরবাসী খুশী নয়। তাঁরা চান রাস্তা সংস্কার, চালু-পাকা ড্রেন, জলাবদ্ধতা সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সুষ্ঠু নিষ্কাশন ব্যবস্থা ; চান রাস্তায় আলো, খাবার পানি সমস্যার সমাধান, ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর শম্ভুগঞ্জ ব্রীজ, গ্যাস সরবরাহ, শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা, ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো টিকিয়ে রাখা, শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি।

নতুন ও পুরাতন

ময়মনসিংহ শহরের রাস্তায় হাঁটলেই চোখে পড়ে, এখানে-সেখানে গড়ে উঠেছে ১৫।১৬টি কিণ্ডার গার্টেন, প্রি-ক্যাডেট, শিশু নিকেতন, নার্সারী, টিউটোরিয়াল স্কুল। এসব স্কুলের পাকা ভবন, নতুন আসবাবপত্র, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সুন্দর ইউনিফরম দেখে মনে হবে, বুঝিবা শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ উন্নতি হয়েছে এ শহরটিতে। কিন্তু না, মুষ্টিমেয় সাধ্যবান ব্যক্তির ছেলেমেয়েরাই শুধু লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে এগুলোতে। আর, যারা সংখ্যায় অধিক, সেই শ্রেণীটির জন্যে আছে ভাঙ্গা-চোরা স্কুল ভবন, আসবাবপত্র সংকট, শিক্ষক সংকট ; জোটেনা তাদের বই-খাতা-কলম। দারুণ দৈন্য-দশা।

অক্সফোর্ড কে, জি, এলফাবেট কে, জি, এ, আর খন্দকার কে, জি, এস, এস কে, জি, নতুন কুঁড়ি নার্সারী, সানফ্লাওয়ার প্রি-ক্যাডেট, কাকলী, ইসলামী একাডেমী, উদয়ন নার্সারী, আদর্শ কে, জি, স্কুল---এমনি নানা নাম। এগুলোর কিছু কিছু আবার সরকারী অনুদানও পেয়ে থাকে।

পাশাপাশি আছে অন্য রকম চিত্র। শহরে কিংবা আশপাশের এলাকায় যেসব পুরাতন এবং ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলো নানা সমস্যায় ডুবুডুবু। লেখাপড়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের 'রেজাল্ট' ভালো হওয়া সত্ত্বেও স্কুলগুলো প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য পাচ্ছে না। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন সংস্কার হচ্ছে না, আছে শিক্ষক সংকট, আসবাবপত্র সংকট। স্কুল পরিচালনা ব্যবস্থাতেও সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে।

ময়মনসিংহ শহরে রয়েছে মৃত্যুঞ্জয় হাইস্কুল, সিটি কলেজিয়েট স্কুল, কুমার উপেন্দ্র বিদ্যাপীঠ, এডওয়ার্ড ইন্সটিটিউশন, রাধা সুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মুসলিম গার্লস স্কুল, বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়, মুসলিম হাইস্কুল, জেলা স্কুল, নাসিরাবাদ কলেজিয়েট স্কুল, ময়মনসিংহ উচ্চ বিদ্যালয়, মহাকালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি। এছাড়া, স্বাধীনতার পর গড়ে উঠেছে মুকুল নিকেতন, প্রবাহ বিদ্যানিকেতন, ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয়, ল্যাবরেটরী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, সাগকান্দা হাই স্কুল। সবগুলোরই অবস্থা কমবেশী খারাপ। বিশেষ করে পুরাতন প্রায় প্রতিটি স্কুল ভবনে ফাটল ধরেছে, স্কুলগৃহের সম্প্রসারণ কাজ করা যাচ্ছে না অর্থাভাবে।

ময়মনসিংহ এলাকায় শিক্ষিতের হার বেশী। গড়ে শতকরা 40 ভাগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারের নজর নেই পুরাতন এবং ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের দিকে। ফলে, একদার খুব নাম করা স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কমছে। যেমন, '৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কুমার উপেন্দ্র বিদ্যাপীঠে দু'বছর আগেও ৭শ ছাত্র ছিল, এখন আছে প্রায় ৪শ। মৃত্যুঞ্জয় হাইস্কুলে স্বাধীনতার আগে ১৩/১৪ শ ছাত্র ছিল, এখন আছে মাত্র ৬/৭শ। আসলে এসব স্কুলে শিক্ষাদানের মান কমার চেয়ে কমেছে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহ্যবাহী স্কুলগুলোর (ভবনের) পাশাপাশি গড়ে উঠছে অপেক্ষাকৃত সুবিধাপ্রাপ্ত নতুন স্কুল। যেমন, মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের পাশেই এখন হয়েছে ল্যাবরেটরী স্কুল, সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুল, মুকুল নিকেতন। পুরাতন ছেড়ে নতুনের দিকে যাচ্ছে ছেলেরা।

আসলে স্কুল গড়ে তোলার পেছনে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। সুষ্ঠুভাবে দেয়া হচ্ছে না সরকারী অনুদান। যে স্কুল পাচ্ছে তো লাখ লাখ টাকা, কেউ আবার ফক্কা। কেউ অপচয় করছে, কেউবা অর্থসংকটে শিক্ষকদের বেতন দিতে পারছে না। মৃত্যুঞ্জয় স্কুল, কুমার উপেন্দ্র বিদ্যাপীঠ, রাধাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়, এডওয়ার্ড ইন্সটিটিউশন ভবনের ছাদ চুয়ে পানি পড়ে। কুমার উপেন্দ্র বিদ্যাপীঠে ক্লাস হচ্ছে টিনের ছাপড়ার নীচে।